৫৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

আইডিয়াল স্কুল ঃ ডোনেশনের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া ডোনেশনের লাখ লাখ টাকা নিয়ে হয়েছে ঘাপলাবাজি। শিক্ষা অধিদপ্তরের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। প্রাথমিক হিসেবে দেখা গেছে, ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন ছাত্রের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে ৫৬ লাখ ৯২ হাজার টাকা ডোনেশন হিসেবে; কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়া হয়নি। বিভিন্নজনকে অগ্রিম দিয়ে এবং বিভিন্ন ভাউচারের মাধ্যমে ঐসব অর্থের সমন্বয় করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, প্রধান শিক্ষক এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা না দিয়ে বিধি লংঘন করেছেন, যা আত্মসাতের শামিল।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ডোনেশনের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই, ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বসিদ্ধান্ত নেই, শিক্ষক সমন্বয়ে কোন ভর্তি কমিটি গঠন করা হয়নি। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ডোনেশনের অর্থের পরিমাণ এবং একই শ্রেণীর একই বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে আদায়কৃত ডোনেশনের অর্থের পরিমাণ এক রকম নয়। ১৯৯৫ সালে ২য় শ্রেণীর ছাত্র নাফিজুর রহমানের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ডোনেশন নেয়া হয়। আবার ঐ একই বছর ২য় শ্রেণীর ছাত্র নাদেরুজ্জামানের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯০ সাল হতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরেই ডোনেশনের অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনিয়ম চলে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে লিখিত প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি জানান যে, ডোনেশনের অর্থ গ্রহণের পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয় না। প্রধান শিক্ষক নিজেই "নিলাম পদ্ধতি"র মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের কাছ থেকে ডোনেশন আদায় করেন। ১৯৯৭ সালের অল্প কিছু ছাত্র-ছাত্রী বাদে ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ডোনেশন বাবদ নগদ অর্থ প্রধান শিক্ষক নিজেই গ্রহণ করেছেন। আত্মসাৎ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

আত্মসাৎ ঃ লাখ লাখ টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তদন্ত প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়ঃ ডোনেশনের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সুনির্দিষ্ট নীতি-মালা না থাকায় প্রধান শিক্ষক তার নিজের মনগড়া নিয়মনীতির ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ডোনেশনের অর্থ গ্রহণ করতেন। সঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ডোনেশনের অর্থ কম পরিমাণে গ্রহণ করেন। কি কারণে প্রধান শিক্ষক কিছু ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে কম অর্থ নিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছেন তার যুক্তিসঙ্গত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে কম অর্থ নিয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন সেই সব ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের কাছ থেকে নগদে তিনি যে আর্থিকভাবে লাভবান হননি এ ধরনের ধারণা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ঃ ডোনেশনের অর্থ নেয়ার জন্য যে রসিদ বই ব্যবহার করা হয় তার কোন রেজিস্টার বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয়নি। রসিদ বই ছাপানোর জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন অনুমোদন নেই। প্রধান শিক্ষক নিজের প্রয়োজন মত ডোনেশনের রসিদ বই ছাপিয়ে নেন। বেসরকারি বিদ্যালয়ের হিসেব সংরক্ষণ অনুযায়ী রসিদ বই ছাপানোর ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বানুমতি জরুরি। রসিদ বই ব্যবহার করার জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। প্রধান শিক্ষক এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরণ করেননি।

তদন্ত কমিটির সুপারিশে বলা হয় ঃ ডোনেশনের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত লংঘন, কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ মনগড়া নিয়মনীতির ভিত্তিতে এককভাবে প্রধান শিক্ষক ছাত্র ভর্তি ও অর্থ নেন, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও সুনামকে জলাঞ্জলি দিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি এ কাজে লিপ্ত ছিলেন। ঐ সব দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য মোঃ ফয়জুর রহমানকে অনতিবিলম্বে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারণ করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ হতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ডোনেশন নেয়ার রীতি অবিলম্বে বন্ধ করে মেধাভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।